Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Magh 13, 1432 Bangla, January 27, 2026, Tuesday, No. 27, 56th year

H I G H L I G H T S

Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has directed the armed forces to discharge their duties with professionalism & neutrality so that the upcoming 13th national election & referendum can be held in an inclusive & fair manner. [BBC: 03]

BNP Chairman Tarique Rahman has alleged that a group is conspiring to obstruct the election and urged voters to remain vigilant. [BBC: 03]

Bangladesh Jamaat-e-Islami Ameer Dr Shafiqur Rahman has said they will not take revenge on anyone if elected to power, stressing that the country belongs to all citizens, not to any single group. [BBC: 03]

The government has issued an ordinance protecting participants in the July uprising. Many human rights activists and legal experts have raised questioned the legal basis of this ordinance. [BBC: 13]

ICT-1 has sentenced 3 police officers including former DMP commissioner Habibur Rahman to death in a case involving killing of 6 people, including students in capital's Chankharpul area during July uprising. [BBC: 03]

NCP spokesman Asif Mahmud has said, people have seen another demonstration of torture that has taken place over the past 17 years in the last 16 months. So, a revolution must be made by ballot in elections. [Jago FM: 17]

DUCSU executive member Sarba Mitra Chakma has announced his decision to resign accepting responsibility for incident of making outsiders do sit-ups by holding their ears in order to prevent infiltration into DU premises. [BBC: 05]

High Court has granted six months' bail to Jewel Hasan Saddam, president of banned Chhatra League's Bagerhat Sadar Upazila on humanitarian grounds 3 days after the deaths of his wife & son. [BBC: 06]

In the wake of Dhaka's strong objections to playing of audio recordings of ousted PM Sheikh Hasina at a seminar in Delhi, several Indian analysts said their country has freedom of speech, Indian govt cannot decide who can speak and when. [BBC: 11]

According to a report by govt-appointed committee, cost of electricity being exported to Bangladesh from Adani Power's coal-fired power plants is much higher due to addition of Indian corporate taxes. [DW: 15]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

মাঘ ১৩, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ২৭, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ২৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট যাতে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য সশস্ত্র বাহিনীকে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। [বিবিসি: ০৩]

বাংলাদেশে বর্তমানে একটি গোষ্ঠী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, তাই সবাইকে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে থাকতে হবে --- মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৩]

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, নির্বাচিত হলে তারা কারও উপর প্রতিশোধ নেবেন না। দেশ সকল নাগরিকের, কোনও একক গোষ্ঠীর নয়। [বিবিসি: ০৩]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই অধ্যাদেশেরই আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার কর্মী ও আইনজ্ঞদের অনেকে। [বিবিসি: ১৩]

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় শিক্ষার্থীসহ ছয়জনকে হত্যার মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে ট্রাইব্যুনাল। [বিবিসি: ০৩]

জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, গত ১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে, তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে মানুষ দেখেছে। এজন্য নির্বাচনে ব্যালটে বিপ্লব সাধন করতে হবে।
[জাগো এফএম: ১৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের কানে ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার দায় স্বীকার করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা। [বিবিসি: ০৫]

স্ত্রী ও সন্তান হারানোর তিনদিন পর জামিন পেয়েছেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলা শাখার সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম। মানবিক দিক বিবেচনায় হাইকোর্ট তার ছয় মাসের জামিন মঞ্জুর করেন।
[বিবিসি: ০৬]

দিল্লিতে একটি সেমিনারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রেকর্ড করা অডিও বাজানো নিয়ে ঢাকার প্রবল আপত্তির প্রেক্ষিতে ভারতের একাধিক বিশ্লেষক বলছেন, তাদের দেশে বাকস্বাধীনতা আছে, তাই কে কখন মুখ খুলবেন, সেটা ভারতের সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। [বিবিসি: ১১]

সরকার-নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদানি পাওয়ার-এর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হচ্ছে, তাতে ভারতীয় করপোরেট কর যোগ করায় বিদ্যুতের দাম অনেক বেশি পড়ছে। [ডয়চে ভেলে: ১৫]

বিবিসি

সেনা সদরে প্রধান উপদেষ্টার মতবিনিময়; ভোটে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে সশস্ত্র বাহিনীকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার, সেনাসদরে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। সভার শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা, দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ও পেশাদারিত্বের সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভায় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আসন্ন নির্বাচনকে সকলের জন্য অংশগ্রহণমূলক, শঙ্কামুক্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সশস্ত্র বাহিনীকে পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মতবিনিময় সভায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

ভোট দিয়ে চলে আসলেই চলবে না, ওখানে থাকতে হবে : তারেক রহমান

বাংলাদেশে বর্তমানে "একটি গোষ্ঠী„ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে, তাই সবাইকে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি আজ সোমবার বিকেলে হাতিয়ায় নির্বাচনি সমাবেশে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তার ভাষায়, "গত ১৫-১৬ বছরে ভোট দিতে পারেননি, কথা বলার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যারা করেছে, তারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু এখন অন্য একটি গোষ্ঠী নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে।„ "তাই, আপনাদের সচেতন থাকতে হবে। যে-সব মুসলমান ভাই আছেন, তারা ১২ তারিখে তাহাজ্জুদ পড়ে স্ব স্ব ভোটকেন্দ্রের সামনে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অন্য ধর্মের ভোটারদেরকেও সাথে করে নিয়ে যাবেন, যাতে তারা সকাল সকাল ভোটকেন্দ্রের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে পারেন,„ যোগ করেন তিনি। শেষে তিনি আরও বলেন, "ভোট দিয়ে চলে আসলেই চলবে না। ভোট দিয়ে ওখানে থাকতে হবে। যাতে করে আপনার যে ভোটটা আপনি দিলেন, এই ভোটের হিসাব কড়ায়-গন্ডায় বুঝে আনতে হবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচিত হলে জামায়াত কোনো প্রতিশোধ নেবে না : শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, নির্বাচিত হলে তারা কারও উপর প্রতিশোধ নেবেন না। দেশ সকল নাগরিকের, কোনও একক গোষ্ঠীর নয়। তিনি বলেন, "পাঁচ আগস্টের পর আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছি যে, আমরা কারও উপর প্রতিশোধ নেব না। অন্যায়ভাবে কাউকে মামলায় আসামি করা হবে না। জামায়াত অন্যায়ভাবে একটা মানুষকেও মামলার আসামি করেনি।„ আজ সোমবার কুষ্টিয়া আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় জামায়াত আমির এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, জামায়াত নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, বারবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে, দলীয় অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে, দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে এবং অবশেষে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। "এতকিছুর পরেও, পাঁচ আগস্ট রাতে আমরা ঘোষণা করেছি যে, আমরা কোনো প্রতিশোধ নেব না।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

চানখাঁরপুল হত্যা মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় শিক্ষার্থীসহ ছয়জনকে হত্যার মামলায় ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে ট্রাইব্যুনাল। বাকি পাঁচ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর দুই আসামি হলেন ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপ-কমিশনার শাহ্ আলম মো. আখতারুল ইসলাম। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের প্রত্যেকেই পলাতক আছেন। এছাড়া, বাকি পাঁচজন আসামির বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তাদের মধ্যে রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলকে ছয় বছরের কারাদণ্ড, শাহবাগ থানার তৎকালীন পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আরশাদ হোসেনকে চার বছরের কারাদণ্ড, কনস্টেবল মো. সুজন মিয়া, মো. ইমাজ হোসেন ইমন ও মো. নাসিরুল ইসলামকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। সোমবার বেলা ১২টার দিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ের পুরো কার্যক্রম বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট চানখারপুল এলাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে গুলি চালায় পুলিশ। এতে ছয়জন নিহত হন। তারা হলেন- শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব

হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া শাহরিক। এ মামলায় মোট আসামি আটজন, যারা প্রত্যেকেই ঘটনার সময় পুলিশের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। এর মধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন চারজন, বাকিরা পলাতক। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- শাহবাগ থানার তৎকালীন পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আরশাদ হোসেন, কনস্টেবল মো. সুজন মিয়া, মো. ইমাজ হোসেন ইমন ও মো. নাসিরুল ইসলাম। গত বছরের ২১ এপ্রিল প্রসিকিউশনের কাছে ৯০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দাখিল করে তদন্ত সংস্থা। প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাই শেষে ২৫ মে ট্রাইব্যুনাল-১-এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন। একই দিন অভিযোগ আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এরপর বিচার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচন উপলক্ষ্যে ৩ দিনের ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে নির্বাহী আদেশে সারা দেশে তিনদিনের ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এর মধ্যে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির পাশাপাশি, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়েছে। রোববার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব এ. বি. এম আবু বাকার ছিদ্দিক স্বাক্ষর করা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার সারা দেশে নির্বাচনকালীন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে সারা দেশে আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলো। একইসঙ্গে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিশেষ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রমাণ হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে : কমিশনার মাছউদ

দ্বৈত নাগরিকত্ব, ঋণখেলাপি বা অন্য কোনো বিষয়ে তথ্য গোপন করে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আব্দুর রহমানেল মাছউদ। সোমবার দুপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান। দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যারা দ্বৈত নাগরিক কোনোভাবেই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ভুল তথ্য দেওয়া হলে এবং পরবর্তীতে যদি সেটি ধরা পড়ে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে। তাদের সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।„ ঋণখেলাপিদের বিষয়ে ইসি বলেন, "ঋণখেলাপিরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সচেষ্ট। ঋণখেলাপিরা নির্বাচনের সময় ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে ঋণ রি-শিডিউল করেন। রি-শিডিউল অনুযায়ী তিনি বৈধতা পান, কিন্তু পরে কোনো টাকা দেন না। নির্বাচনের পরে এ ধরনের অযোগ্যতা দেখা গেলে, সেটি নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে। কমিশন তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জায়গায় হবে প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলের জায়গায় প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার একটি সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন। বার্তা সংস্থা বাসস এই তথ্য দিয়েছে। সোমবার ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বেজার গভর্নিং বোর্ডের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ জানান, মিরসরাইয়ে ৮০ একর জায়গা অতীতে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রকল্পটি বাতিল হওয়ায়, জমিটি নতুনভাবে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বা প্রতিরক্ষা শিল্প পার্ক হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এটি বেজার মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, "বৈশ্বিক প্রতিরক্ষা শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং এ খাতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে পাশাপাশি, এই পার্কের মাধ্যমে দেশের সামরিক সরঞ্জামের সরবরাহ ব্যবস্থা নিরাপদ করাও লক্ষ্য।„ সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংঘাতের উদাহরণ দিয়ে চৌধুরী আশিক মাহমুদ বলেন, অনেক সময় আধুনিক যুদ্ধবিমান নয়, বরং গুলি কিংবা ট্যাংকের অ্যাক্সেলের মতো মৌলিক সরঞ্জামের ঘাটতিই বড় সংকট তৈরি করে। এ ধরনের সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদনের সক্ষমতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি জোর দেন। দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বেজা, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ আলোচনার ফল হিসেবেই এই প্রস্তাব এসেছে বলে জানান আশিক চৌধুরী। নীতিগত অনুমোদনের পর জাতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল মাস্টার প্ল্যানে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অন্তর্ভুক্ত করার কাজ দ্রুত শুরু

হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় দেশের প্রথম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেজা। এছাড়া, সভায় কুষ্টিয়া চিনিকলকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প পার্কে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বেজার গভর্নিং বডির সভায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

কানে ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় ডাকসু সদস্য সর্বমিত্রের পদত্যাগের ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে 'বহিরাগতদের' কানে ধরে ওঠবস করানোর ঘটনার দায় স্বীকার করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা। সোমবার দুপুরে তিনি তার ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে এ সিদ্ধান্ত জানান। পোস্টে তিনি জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাঠে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য তার গৃহীত পন্থা ভুল হলেও এটি সত্য যে, "গতমাসে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা অত্যাধিক বেড়ে যায়।„ তাই, "প্রশাসনের স্থবিরতাসহ বিভিন্ন কারণে আমার মনে হয়েছে এ কঠোরতা ছাড়া বহিরাগত দমন করে সেন্ট্রাল ফিল্ডে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।„ ওই মাঠে সিসিটিভি নেই জানিয়ে তিনি লেখেন, "নারী শিক্ষার্থীদের হেনস্তা থেকে শুরু করে মোবাইল-মানিব্যাগ-সাইকেল চুরিসহ প্রায়ই বিভিন্ন ঘটনা ঘটে। নারী শিক্ষার্থীরা অভিযোগ জানায়, বহিরাগতদের জন্য তারা মাঠে খেলতে পারে না, হেনস্তার শিকার হয়। ডিএমসি সংলগ্ন দেয়াল সংস্কারের কাজের ফাইল প্রশাসন থেকে ফিরে আসে, এদিকে ওই দেয়াল টপকিয়ে ঢুকে বহিরাগতরা।„ ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেন, তার চিন্তায় শুধু "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা„। তাই, তিনি নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও বিভিন্ন জায়গায় একা হাত দিয়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন উল্লেখ করে আরও বলেছেন, "যত যাই হোক, আইন তো আইনই। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আইনের উর্ধ্বেও যেতে হয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায়-নিরাপত্তা বিধানে, যা আমার ব্যক্তিগত জীবন, মানসিক অবস্থা বিষিয়ে তুলেছে। আমার আর কন্টিনিউ করার সক্ষমতা নেই। আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারো প্রতি অভিমানবশত বা প্ররোচিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিইনি।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

`ভিসা বন্ড, পাইলট প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করে, জানাল মার্কিন দূতাবাস

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন `ভিসা বন্ড পাইলট প্রোগ্রাম, কীভাবে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। সোমবার দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এই কর্মসূচির ধাপগুলো তুলে ধরা হয়। ভিসা বন্ড হলো এক ধরনের আর্থিক জামানত। কোনো কোনো দেশ নির্দিষ্ট বিদেশি নাগরিকদের সাময়িক ভিসা দেওয়ার আগে কিছু অর্থ জমা নিয়ে থাকে, যেন তারা ভিসার শর্ত, বিশেষ করে থাকার সময়সীমা মেনে চলেন। দূতাবাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভিসা ইন্টারভিউর পর যোগ্য হলে কনসুলার কর্মকর্তা আপনাকে 'pay.gov'-এর সরাসরি লিংকসহ পরিশোধের নির্দেশনা দেবেন, ৩০ দিনের মধ্যে বন্ড পরিশোধ করতে হবে। সর্বোচ্চ ৩ মাস মেয়াদি, একবার প্রবেশযোগ্য (সিংগেল-এন্ট্রি) ভিসা দেওয়া হবে। নির্ধারিত কিছু পোর্ট অব এন্ট্রি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে হবে। দেশে ফিরে আসার পর ভিসার সব শর্ত পূরণ হলে বন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে। আর অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এসব শর্তের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ না করা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশে ফেরা। গত ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন ভিসা স্থগিতের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। একইসঙ্গে বাংলাদেশকে `ভিসা বন্ড, পাইলট প্রোগ্রামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই তালিকায় যুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ক্ষেত্রে ৫ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ভিসা বন্ড বা জামানত জমা দিতে হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, এই পাইলট প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য হলো ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যারা অবৈধভাবে থেকে যান, তাদের নিরুৎসাহিত করা। যে-সব দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ফিরে না আসার হার তুলনামূলক বেশি, মূলত সেসব দেশকেই এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এই খবরের মধ্যেই বাংলাদেশিদের জন্য ভিসা নীতিতে আবার নতুন শর্তের কথা জানালো যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার পৃথক দুই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ পলাতক ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকার মোহাম্মদপুরে মালবাহী ট্রাকচালক মো. হোসেন এবং সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালক সবুজকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে করা দুটি মামলায় এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার একটি আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম সোমবার দুই মামলার চার্জশিট গ্রহণ করে আসামিদের বিরুদ্ধে এ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। গ্রেফতার সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করেন আদালত। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার খবরে বলা হচ্ছে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়া উল্লেখযোগ্য অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক,

সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

আবার বেড়েছে স্বর্ণের দাম, আজ থেকে কার্যকর

দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম বেড়েছে। এবার ভরিতে ১ হাজার ৫৭৪ টাকা দাম বেড়ে ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৯১ টাকা। রোববার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন দাম সোমবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা জানিয়েছে। নতুন দাম অনুযায়ী, ২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম প্রতি ভরি ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫২৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ভরি ২ লাখ ১০ হাজার ৪১৯ টাকা, অন্যদিকে সনাতনি স্বর্ণের দাম প্রতি ভরি ১ লাখ ৭২ হাজার ৯১৯ টাকা। বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার দামে এই সমন্বয় করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

দেশের সর্বনাশ করে শেখ হাসিনা দিল্লি পালিয়ে গেছেন : মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের সর্বনাশ করে স্বৈরাচারী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি পালিয়ে গেছেন। বিপদে ফেলে গেছে, কেবল তার দলের নেতা-কর্মীদের নয়, পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে। সোমবার দুপুরে নিজ নির্বাচনি এলাকা ঠাকুরগাঁও-১ আসনে নির্বাচনি জনসংযোগে এসব মন্তব্য করেন তিনি। বিএনপি মহাসচিব হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহস নিয়ে থাকার তাগিদ দিয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা। তিনি বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহস নিয়ে থাকতে হবে, আপনাদের যে-কোনো সমস্যায় আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনারা যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন, কেউ বাধা দিলে আমরা আপনাদের পাশে আছি। কেউ যেন নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, এজন্য সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি। যারা ৭১ সালে পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছে, তাদেরকে বর্জন করে দেশের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন স্ত্রী-সন্তান হারানো ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম

স্ত্রী ও সন্তান হারানোর তিনদিন পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলা শাখার সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম। মানবিক দিক বিবেচনায় হাইকোর্ট তার ছয় মাসের জামিন মঞ্জুর করেন। সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভুইয়ার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে সাদ্দামের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা। তিনিই এই খবর বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেন। গত শুক্রবার বিকেলে বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামে সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী ও তার নয় মাস বয়সি ছেলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরদিন শনিবার সন্ধ্যায় প্যারোল না পাওয়ায় সাদ্দামের মৃত স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে নিয়ে যাওয়া হয়। কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জেলগেটের ভেতরে মাত্র ৫ মিনিটের জন্য মৃত স্ত্রী ও ছেলেকে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ দেওয়া হয় সাদ্দামকে। সাদ্দামকে প্যারোলে মুক্তি না দিয়ে জেলগেটে মরদেহ দেখানোর বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। এ বিষয়ে সাঈদ আহমেদ রাজা জানান, "সাদ্দামকে যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সেখানে অভিযুক্তদের তালিকায় তার নাম ছিল না। অজ্ঞাতনামাদের একজন হিসেবে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণও হয়নি। এরপর আমরা একটা মামলার জামিন করি, আরেকটা মামলা দেয়। এভাবে সবশেষ সাত নম্বর মামলায় আদালতে উপস্থিত সব আইনজীবীর সম্মতিতে তার জামিন দেওয়া হলো। বিষয়টাকে বিশেষভাবে দেখা হয়েছে।„ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন জুয়েল হাসান সাদ্দাম। এরপর থেকেই তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের মামলা প্রত্যাহার ও দায়মুক্তির বিধান রেখে অধ্যাদেশ জারি

২০২৪ সালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের আইনি সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে `জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬, জারি করেছে সরকার। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত গেজেট গতকাল রোববার প্রকাশিত হয়েছে। খবর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা'র (বাসস)। এই অধ্যাদেশ `জুলাই গণ-অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬, নামে অভিহিত হবে। অধ্যাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে `গণ-অভ্যুত্থানকারী, হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এই

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করা হবে। সরকার কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে গণ-অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলা বা আইনি কার্যধারা চলমান থাকলে, তা পাবলিক প্রসিকিউটরের আবেদনের ভিত্তিতে আদালত তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করবে। পাশাপাশি, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি বা খালাস প্রদান করবে।' অধ্যাদেশ অনুযায়ী, যদি কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকে, তবে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করতে হবে। কমিশন তদন্ত করে যদি দেখে যে, সংশ্লিষ্ট কার্যটি `রাজনৈতিক প্রতিরোধের, অংশ ছিল, তবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলবে না। তবে কমিশন চাইলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারকে আদেশ দিতে পারবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বর্জন করবে কিনা সিদ্ধান্ত জানাবে এই সপ্তাহে

আসন্ন আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে ম্যাচ খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার পরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও বিশ্বকাপ বর্জন করবে কিনা, সে বিষয়ে শুক্রবার বা সোমবার সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে পোস্ট করেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সোমবার বিকেলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে এই বিষয়ে বৈঠকের পর তিনি ওই পোস্ট করেন। মি. নাকভি তার পোস্টে উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে বৈঠকের পর তিনি `সব বিকল্প বিবেচনায় রেখে, সমস্যার সমাধান করার নির্দেশনা দিয়েছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভারতে খেলতে না চাওয়া ইস্যুতে এর আগে আইসিসির সমালোচনা করে মন্তব্য করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলার প্রতিবাদে পাকিস্তানও বিশ্বকাপ না খেলতে পারে, এমনও মন্তব্য করেছিলেন মি. নাকভি। বাংলাদেশ ইস্যুতে আইসিসির সিদ্ধান্তকে আইসিসির `দ্বিমুখী আচরণ, বা `ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন মি. নাকভি। সেদিনের বক্তব্যে তিনি জানিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পাকিস্তান। তবে, পিসিবি চেয়ারম্যানের বক্তব্য পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনার জন্ম দিলেও, বিশ্বকাপকে সামনে রেখে গত সপ্তাহেই ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ এলিনা)

গণভোটে 'হ্যাঁ' জিতলে সংবিধানে যা যা বদলে যাবে, নতুন যুক্ত হবে যে-সব বিষয়

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হবে গণভোট। এদিন আলাদা ব্যালটে ভোটাররা যে গণভোটে ভোট দেবেন, সেখানে সুনির্দিষ্ট করে খুব অল্প করে মাত্র চারটি বিষয় লেখা থাকবে। এই সনদ বাস্তবায়নে ভোটারদের সমর্থন আছে কি-না, সেই প্রশ্নে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দেবেন ভোটাররা। গত বেশ কয়েকদিন ধরে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে গণভোট নিয়ে প্রচারণা শুরু করে সরকার। প্রথমে সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র গণভোট নিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে প্রচারণা শুরু করে। পরে অবশ্য সেই অবস্থা থেকে সরে এসে সরাসরি গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচারণা শুরু করে। কয়েকদিন আগে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এ নিয়ে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য একটি ভিডিও বার্তাও দেন। যেখানে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, `হ্যাঁ' ভোট দিলে বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে দেশ এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার দরজা খুলে যাবে।„ সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট, দফায় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকের পর গণভোটে মোট ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি প্রস্তাবনা সাংবিধানিক এবং ৩৭টি সাধারণ আইন বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কথাও জানিয়েছে সরকার।

গণভোটের ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব থাকলেও, এর মধ্যে কোনো কোনোটিতে বিএনপি, কোনোটিতে জামায়াতসহ অন্য রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে। প্রথমে প্রস্তাবনা ছিল যে, যে-সব প্রশ্নে যে রাজনৈতিক দলের নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে, সেই দল ক্ষমতায় গেলে ওই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে না। তবে, শেষ পর্যন্ত এই নিয়ে সমাধানে ব্যর্থ হয়ে গণভোটের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। গণভোটে `হ্যাঁ, জয় পেলে আগামী সংসদে এই ৮৪টা ধারা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে। আর যদি না জয় পায়, তাহলে জুলাই সনদই কার্যকর হবে না। গণভোটে `হ্যাঁ, জয় পেলে, আগামী সংসদের সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিন বা নয় মাসের মধ্যে জুলাই সনদ অনুযায়ী, সাংবিধানিক সংস্কারে বাধ্য থাকবে। না করলে অন্তর্বর্তী সরকারের রেখে যাওয়া সংবিধান সংশোধনের বিল পাস বলে গণ্য করা হবে। সরকার গণভোটের ব্যালটে যে চারটি বিষয় যুক্ত করেছে, তাতে ভোটারদের অনেকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয় আসলে গণভোট 'হ্যাঁ' দিলে কী কী পরিবর্তন পাবেন, আর না দিলে কোন কোন পরিবর্তন আসবে না। তাই গণভোটে `হ্যাঁ, অথবা না জিতলে কী কী বিষয়ে পরিবর্তন আসবে কিংবা আসবে না, সেটি তুলে ধরা হলো বিবিসি বাংলার পাঠকদের জন্য।

ভাষা, জাতি ও মৌলিক সংস্কার

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার স্বীকৃতি নেই। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। অন্য সব মাতৃভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বাংলাদেশের নাগরিকরা এতদিন বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচিত হলেও, সংস্কারের পর পরিচয় হবে বাংলাদেশি। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে, প্রয়োজন নেই গণভোটেরও। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে, সংবিধান সংশোধনে সংসদের নিম্নকক্ষে দুই তৃতীয়াংশ এবং উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। অন্যদিকে, সংবিধানের প্রস্তাবনা- ৮, ৪৮, ৫৬ এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনে গণভোট লাগবে। বর্তমান সংবিধানে ৭ এর ক ও খ অনুযায়ী সংবিধান রহিত করলে, সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান ছিল, জুলাই সনদে সেটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বর্তমান সংবিধানের মূলনীতি। তবে, গণভোটে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে সংবিধানের মূলনীতি হবে- সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্প্রীতি।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। জুলাই সনদে সেই অনুচ্ছেদ যুক্ত হবে- সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানে বর্তমানে ২২টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। তবে, জুলাই সনদে যুক্ত করা হয়েছে- নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ও ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার বিষয়টি।

রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী : ক্ষমতা ও ভারসাম্য

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, জরুরি অবস্থা জারি হয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে। এর ফলে মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়। সনদে নতুন যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থা জারি করতে হলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাগবে। সেই সভায় বিরোধী দলীয় নেতা/উপনেতাও উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় সংসদ সদস্যদের ভোটে। এই ভোট দিতে হয় প্রকাশ্যে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে গোপন ব্যালটে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি তার নিজ ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, আইন কমিশন, অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। যদিও এই প্রস্তাবে ভিন্নমত ছিল বিএনপির। রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। জুলাই সনদে সেখানে সংসদের উভয় কক্ষের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ দুই কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আগে সরকারের অনুমোদনে যে-কোনো অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারতেন রাষ্ট্রপতি। জুলাই সনদে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার সম্মতি দিলে অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি।

২০০৮ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চারবার শপথ নিয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা। বিদ্যমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ ছিল না। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি এক জীবনে ১০ বছরের বেশি অর্থাৎ দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। অন্যদিকে, বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকতে পারেন। তবে, জুলাই সনদে বাস্তবায়ন হলে একাধিক পদে থাকতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী। যদিও এই বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট বা ভিন্নমত জানিয়েছিল বিএনপিসহ পাঁচটি দল।

সংসদ, নির্বাচন ও সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। জুলাই সনদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যুক্ত করার পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টাসহ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারি দল, বিরোধীদল, দ্বিতীয় বিরোধীদলের মতামতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশের সংসদ এক কক্ষ বিশিষ্ট থাকলেও, এবার জুলাই সনদে সেটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ১০০ জন। এক্ষেত্রে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারেই উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন করা হবে বলেও জুলাই সনদে বলা হয়েছে। দেশের জাতীয় সংসদে বর্তমানে নারীদের সংরক্ষিত আসন রয়েছে ৫০টি। এটি বাড়ানোর কোনো কথা বলা নেই বিদ্যমান সংবিধানে। সেটি ক্রমান্বয়ে ১০০-তে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে জুলাই সনদে। সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সরকারি দল থেকেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। গণভোটে সনদ কার্যকর হলে, ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন বিরোধী দল থেকে। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, সংসদে এমপিরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে, বাজেট ও আস্থা বিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এমপিরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে। এতদিন বিদেশের সঙ্গে সরকারের কোনো চুক্তি করতে হলে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হতো না। তবে, জুলাই

সনদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি করতে হলে সংসদের উভয় কক্ষে তা অনুমোদন করতে হবে।

সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে এতদিন নির্বাচন কমিশনের একক কর্তৃত্ব থাকলেও, গণভোটে জুলাই সনদ পাস হলে একক কর্তৃত্ব হারাবে ইসি। তখন ইসির সাথে বিশেষজ্ঞ কমিটিও এই দায়িত্ব পালন করবে। এর আগে, নানা নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি থাকলেও, এর নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর হাতে। জুলাই সনদে বলা হয়েছে, স্পিকারের সভাপতিত্বে বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা এবং আপিল বিভাগের বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

আইন ও বিচার ব্যবস্থায় কী পরিবর্তন?

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি যে কাউকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। তবে, জুলাই সনদের এই অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে আপিল বিভাগ থেকে। আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা সরকার নির্ধারণ করার কথা আছে বিদ্যমান সংবিধানে। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতির চাহিদার ভিত্তিতে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। আগে হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণেও থাকলেও, জুলাই সনদে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন কমিশনের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়া, প্রত্যেক বিভাগে হাইকোর্টের এক বা একাধিক বেঞ্চ স্থাপন, সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করা, নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিয়ন্ত্রণ সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত করার মতো বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে জুলাই সনদে। এর আগে, সংবিধানে থাকলেও কখনও ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি। জুলাই সনদে বলা হয়েছে, স্পিকারের সভাপতিত্বে বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দলের প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত সাত সদস্যের কমিটির মাধ্যমে ন্যায়পাল নিয়োগ হবে। একইভাবে সরকারি কর্মকমিশন নিয়োগ, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ, দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ বিরোধী দলের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে জুলাই সনদে। যদিও এগুলো নোট অব ডিসেন্ট বা আপত্তি জানিয়েছে বিএনপিসহ সাতটি দল। সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা বিদ্যমান আইনে না থাকলেও, জুলাই সনদে তা যুক্ত করা হয়েছে।

আইন সংশোধনে সংস্কার হবে ৩৭টি

৪৭টি সাংবিধানিক সংস্কারের বাইরে আর যে ৩৭টি সংস্কার প্রস্তাব আছে জুলাই সনদে, সেগুলো সংশোধন করা যাবে 'আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণের অঙ্গীকার থাকছে জুলাই সনদে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সীমানা পুনর্নির্ধারণে আইন প্রণয়ন। বিচারকদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি, সাবেক বিচারপতিদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি, সুপ্রিম কোর্টের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা; স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন; বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি; জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর; বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ, আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটালাইজ করা, আইনজীবীদের আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয় রাখা হয়েছে 'আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংস্কারের জন্য। এছাড়া, জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন, প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ), সরকারি কর্ম কমিশন (শিক্ষা) এবং সরকারি কর্ম কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করার কথা বলা হয়েছে জুলাই সনদে।

অন্যদিকে, ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করার কথাও বলা হয়েছে জুলাই সনদে। ১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটের প্রশ্নের এসবের কিছুই উল্লেখ থাকবে না। সেখানে মাত্র ছোট ছোট চারটি পয়েন্টের কথা উল্লেখ করে ভোটারদের কাছ থেকে `হ্যাঁ', অথবা না ভোটগ্রহণ করা হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাবির মাঠে কান ধরে ওঠবস কিংবা স্কুলে নির্যাতন, শিশু নিপীড়ন বন্ধ হচ্ছে না কেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে হাতে লাঠি নিয়ে শিশু-কিশোরদের কান ধরে ওঠবস করানোর ঘটনায় তীব্র সমালোচনার পর এ ঘটনার দায় স্বীকার করে ডাকসু থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এর একজন কার্যনির্বাহী সদস্য সর্বমিত্র চাকমা। এর কয়েকদিন আগেই ঢাকার নয়াপল্টনে একটি শিশুকে স্কুলের ভেতরে নির্যাতনের ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর স্কুলটির পরিচালককে সম্প্রতি গ্রেফতার করা হয়েছে। শিশু অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেন এবং আইনজীবীরা বলছেন, শিশুদের অবজ্ঞা, অপমান কিংবা ভয় দেখানোটা হলো 'কর্পোরাল পানিশমেন্ট', যা আইন অনুযায়ী একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু নীতি ও আইন থাকলেও, সেগুলোর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারেনি বলেই এসব ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না বলে মনে করেন তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার

মাঠে শিশুদের কান ধর ওঠবস করিয়ে ভীতি দেখানো বা শাসন করার বিষয়ে কোনো আইনি পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নেবে কি-না তা নিয়ে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। ছাত্র-শিবিরের প্যানেল থেকে ডাকসুতে সদস্য নির্বাচিত হওয়া সর্বমিত্র চাকমা তার পদত্যাগ সংক্রান্ত ঘোষণায় বলেছেন, 'প্রশাসনের অসহযোগিতা ও ব্যর্থতার দায়' মাথায় নিয়েই তিনি পদত্যাগ করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার অবশ্য বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার মাঠ যাতে শিক্ষার্থীরা সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারে, সেজন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এরপরেও কারও কোনো অভিযোগ থাকলে, সেটি প্রশাসনকে জানানো উচিত। "ডাকসু বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব আছে শিক্ষার্থীদের জন্য। তবে, ডাকসু কিংবা প্রশাসন কারোরই এখতিয়ার বহির্ভূত কোনো কাজ করা উচিত নয়„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

সর্বমিত্র চাকমা ও কান ধরে ওঠবস

সর্বমিত্র চাকমার দুটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। পরে তিনি পদত্যাগের ঘোষণা দিলেও, শিশু কিশোরদের প্রতি আচরণের জন্য তাকে আইনের আওতায় নেওয়ারও দাবি করেছেন। আবার তার সমর্থকরা কেউ কেউ মি. চাকমাকে সমর্থন করে বলছেন, "এভাবে ছাড়া ক্যাম্পাস থেকে বহিরাগত তাড়ানো যাবে না।" ভাইরাল হয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাঞ্জাবির ওপর কালো চাদর গায়ে দেওয়া সর্বমিত্র চাকমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে লাঠি হাতে শাসাচ্ছেন আর সেখানে খেলতে আসা বেশ কয়েকজন কিশোর ও তরুণকে কান ধরে ওঠবস করছেন। সামাজিক মাধ্যমে আসা তথ্য অনুযায়ী, ভিডিওটি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের। ওদিকে আজ সোমবার ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ভিডিওতেও দেখা যাচ্ছে, ব্লেজার পরিহিত মি. চাকমা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামের ভেতরে লাঠি হাতে আছেন আর একদল কিশোর কিংবা তরুণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কান ধরে ওঠবস করছেন। এর আগে, গত নভেম্বর মাসেও তিনি ক্যাম্পাসে একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে লাঠি হাতে শাসাচ্ছেন- এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি তখন তার ব্যাখ্যায় ওই প্রবীণ ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত দাবি করে বলেছিলেন 'লাঠিসোঁটা ছাড়া বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন না করে তাদের তোলা যায়-ই না'। সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল অনলাইনে এসব ভিডিও প্রচারের পর এসব নিয়ে তীব্র সমালোচনার মধ্যেই দুপুর নাগাদ মি. চাকমা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তবে তিনি বলেছেন, "আমার পন্থা ভুল হলেও, প্রশাসনের স্থবিরতাসহ বিভিন্ন কারণে আমার মনে হয়েছে, এ কঠোরতা ছাড়া বহিরাগত দমন করে সেন্ট্রাল ফিল্ডে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।„ তিনি আরও বলেছেন, "আমি বিভিন্ন জায়গায় হাত দিয়েছি, একা। চেষ্টা করেছি সমাধানের, নিজের দায়িত্বের বাইরে গিয়েও।„ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার বলছেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব প্রশাসনের এবং সেজন্য নানা পদক্ষেপ তারা নিচ্ছেন। "ডাকসু ও প্রশাসনসহ সবাইকে নিজের আওতার মধ্যে থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর ব্যত্যয়টা অপ্রত্যাশিত„ বলছিলেন তিনি।

শারমিন অ্যাকাডেমিতে শিশুর মুখে স্ট্যাপল দেওয়ার চেষ্টা

নয়াপল্টন এলাকার মসজিদ রোডে শারমিন অ্যাকাডেমি নামের একটি স্কুলে একটি শিশুকে নির্যাতনের ভয়াবহ একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সম্প্রতি জানা যায় যে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৮ জানুয়ারি। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একজন নারী একটি শিশুকে নিয়ে একটি কক্ষে ঢুকে সোফায় বসেন এবং শিশুটিকে তিনি একটি চড় দেন। এরপর শিশুটি তাতে প্রতিক্রিয়া দেখালে, ওই কক্ষে থাকা একজন পুরুষ নিজের চেয়ার থেকে উঠে, কখনও মুখ চেপে ধরেন, আবার কখনও গলা চেপে ধরেন। এ সময় ওই পুরুষ ব্যক্তির হাতে স্ট্যাপলার ছিল। শিশুটি কাঁদছিল ও হাঁসফাঁস করছিল। নারীটি তাকে ধরে রাখছিল এবং এক পর্যায়ে শিশুটি নারীর শাড়িতে থুতু ফেলে। এরপর পুরুষটি উঠে গিয়ে শিশুটির মাথায় ঝাঁকি দিয়ে চেপে ধরেন। ভয়ংকর ওই দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর পুলিশ জানায়, ফুটেজে থাকা নারীটি শারমিন অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শারমিন জাহান এবং পুরুষটি হলেন তারই স্বামী ও স্কুলের ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার বড়ুয়া। পরে এ ঘটনায় মামলা হয় এবং গত শুক্রবার মি. বড়ুয়াকে আটক করে আদালতের মাধ্যমে রিমান্ডে নেয় পুলিশ। রিমান্ড শেষে এখন তিনি কারাগারে আছেন।

শিশু নিপীড়ন বন্ধ করা যাচ্ছে না কেন

বাংলাদেশের শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে। তবে, আদমশুমারিতে এই বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা কত সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। বরং ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের ১৫ বছরের কম বয়েসি শিশু প্রায় ৪ কোটি ৯০ লাখ। শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করেন এবং আইনজীবীরা বলছেন, নীতি ও আইন থাকা সত্ত্বেও শিশু সুরক্ষার কাঠামোই বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি এবং এর ফলে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা খেলার মাঠ- কোনো জায়গাতেই শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। অথচ, বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু সনদে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। শিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বিলোপ করতে ও তার বেড়ে ওঠার জন্য সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতেও অঙ্গীকার রয়েছে বাংলাদেশের। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

মিতি সানজানা বলছেন, শিশু আইন ও পারিবারিক সহিংসতা আইন ছাড়াও নীতি আছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার আছে। কিন্তু তারপরেও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো কাঠামোই তৈরি হয়নি। "যে-কোনো অ্যাবিউজ টর্চার অবহেলা দেশের আইনে অপরাধ শাস্তিযোগ্য। শিশুকে অবজ্ঞা, অপমান কিংবা ভয় দেখানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার আইনি প্রতিকার পেতে অভিভাবকের মাধ্যমে কোনো শিশু এলে তার আইনি সহায়তা পাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এরপরেও বাংলাদেশে শিশুরাই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ নীতি বা আইন ঠিকমতো মেনে চলা হচ্ছে কি-না, তা মনিটর করার ব্যবস্থা নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালের শিশু আইনে শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাশাপাশি, জাতীয় শিশু নীতিতেও শিশুদের অধিকারের কথা বলা আছে। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্পোরাল পানিশমেন্ট নিষিদ্ধ করেছে ২০১১ সালে।

'নীতি-আইন সব কাগুজে বাঘ'

বেসরকারি সংস্থা সেভ দ্যা চিলড্রেনের চাইল্ড রাইট গভর্ন্যান্স অ্যান্ড চাইল্ড প্রটেকশন-এর পরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন বলছেন, শিশুকে যথাযথভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে গড়ে ওঠেনি এবং নীতি-আইনগুলো এক্ষেত্রে সব কাগুজে বাঘের মতো। "পরিবারেই শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা হয়। সেখানে শাসন ও নির্যাতনকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অনেক জায়গায় এখনো মনে করা হয় যে কড়াকড়ি হলে স্কুল ভালো। শিশু সুরক্ষার দায়িত্ব কার? খেলার মাঠে, পাড়া মহল্লায় তাকে সুরক্ষা কীভাবে দেওয়া হবে, তা নিয়ে কোথাও স্পষ্ট কিছু নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তিনি বলেন, "শিশু মন্ত্রণালয়েই তো শিশুর জন্য কিছু নেই। তার বিকাশ, সুরক্ষা ও মতপ্রকাশকে নিরাপদ ও বাধাহীন করতে কিছু নেই। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এগুলো অভিভাবক থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবাই কতটা অনুধাবন করে সেটাই বড় প্রশ্ন।„ তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর (ইনফ্লুয়েন্সিং, ক্যাম্পেইন ও কমিউনিকেশনস) নিশাত সুলতানা। তার মতে, শিশুর প্রতি ক্রমবর্ধমান নির্যাতন বাড়ার এর প্রধান কারণ হলো, অন্যান্য আইনের মতো শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেওয়ার আইনগুলোও এ দেশে বাক্সবন্দি হয়ে রয়েছে। তিনি মনে করেন, এখানে আইনের শাসন নেই, নেই শিশু নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির উদাহরণ।

"শিশুদের প্রতি নির্যাতন তো কমেইনি, বরং দিনদিন এর ব্যাপকতা বাড়ছে, নির্যাতনের ধরনও বীভৎস থেকে বিভৎসতার হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিষয়গুলো আমাদের অনেকটাই গা সহা হয়ে যাচ্ছে। শিশু আইনের-২০১৩-কে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বিধিমালা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটি আলোর মুখ দেখেনি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মিজ সুলতানার মতে, খুব বড় রকমের ঘটনা ছাড়া বাকিগুলো বিচারের আওতাতেই আসে না। অন্যদিকে যারা ধরা পড়েন, তারাও কয়েকদিন পর আইনের ফাঁক গলে বাইরে বের হয়ে আসেন। "শিশুদের দাবি কখনও সবার দাবি হয়ে ওঠেনি। অথচ আমাদের প্রতিটি ঘরে আছে শিশুর বাস। শিশুর প্রতি নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করা না গেলে গঠিত হবে একটি বিকলাঙ্গ বাংলাদেশ,„ বলছিলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভারত শেখ হাসিনার রেকর্ড করা ভাষণ বাজাতে দিল কেন?

দিল্লিতে গত শুক্রবার একটি সেমিনারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রেকর্ড করা অডিও বাজানো নিয়ে ঢাকার প্রবল আপত্তির প্রেক্ষিতে ভারতের একাধিক বিশ্লেষক বলছেন যে, তাদের দেশে বাগ্‌স্বাধীনতা আছে, তাই কে কখন মুখ খুলবেন, সেটা ভারতের সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। তারা এ-ও বলছেন, যদি ভারতের সরকার চাইত, তাহলে শেখ হাসিনার রেকর্ড করা অডিও ভাষণ বাজানোর ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারত, কিন্তু দিল্লি তাতে বিশেষ আগ্রহী নয় বলেই তাদের ধারণা। 'ফরেন করেস্পন্ডেন্টস ক্লাব অফ সাউথ এশিয়া' দিল্লিতে ২৩ জানুয়ারি 'সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করেছিল। সেখানে সশরীরে এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী ও নেতা হাজির ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানেই শেখ হাসিনার একটি রেকর্ড করা অডিও ভাষণ বাজানো হয়েছিল। এর আগে, ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ই-মেইলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন শেখ হাসিনা। তিনি সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করে নিয়মিতই তার নিজের দলের নেতা-কর্মীদের সামনে ভাষণ দিয়ে থাকেন। তবে, সব ক্ষেত্রেই সেগুলি শুধুই অডিও। তবে, ভিডিও বা ভারতে অবস্থানকালে তার কোনও ছবি প্রকাশ করা হয় না। ওইসব সাক্ষাৎকার এবং শেখ হাসিনার ভাষণ নিয়ে এর আগেও আপত্তি তুলেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু দিল্লি সেগুলির সরাসরি জবাব দেয়নি কখনই।

'ভারতে বাগ্‌স্বাধীনতা আছে'

শেখ হাসিনার রেকর্ড করা ভাষণ বাজানো নিয়ে বাংলাদেশের আপত্তির প্রেক্ষিতে এখনো সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করেনি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে, ভারতের একাধিক বিশ্লেষক মনে করেন যে, শেখ হাসিনা কখন, কী বলবেন, সেটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না বা চায়ও না। বাংলাদেশে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, "ভারতে তো বাগ্‌স্বাধীনতা আছে। ভারত সরকার তা ঠিক করে দিতে পারে না যে, কে কী কথা বলবেন।„ বাংলাদেশে নির্বাচনের ঠিক আগে শেখ হাসিনার রেকর্ড করা ভাষণ বাজানো হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে মি. চক্রবর্তী আবারও বলেন, "কোন সময়ে কে মুখ খুলবেন, কী বলবেন, সেটা ভারতের সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তো হয় না! যিনি কথা বলতে চাইছেন, সেটা তার নিজের সিদ্ধান্ত।„ কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরীও সেই 'বাগ্‌স্বাধীনতার, কথাই বললেন। তবে তার সংযোজন, "এ দেশে বাগ্‌স্বাধীনতা রয়েছে। তাই ভারতে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা কোন কথা কীভাবে, কখন বলবেন, সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে যে ভারত সরকার আগ্রহী নয়, সেটা স্পষ্ট। তবে, এটাও ঠিক যে, সরকার যদি চাইত, তাহলে বাধা দিতে পারত। তারা চায়নি বাধা দিতে।„

বাংলা সংবাদ পোর্টাল 'দ্য ওয়াল'-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলির দিকে গভীর নজর রাখেন, এমন এক সাংবাদিক অমল সরকার একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটের কথা বলছিলেন। তার কথায়, "গত শুক্রবারের অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার যে রেকর্ড করা ভাষণ বাজানো হয়েছে, সেখানে তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে এতদিন ধরে তিনি যে ন্যারেটিভ তুলে ধরছেন- তার বিশেষ ফারাক নেই। বিভিন্ন সামাজিক প্ল্যাটফর্ম বা দলীয় গ্রুপগুলোতে তো তিনি মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের ব্যর্থতা, সংখ্যালঘুদের ওপরে নির্যাতন, মব কালচার ইত্যাদি নিয়ে বলেই আসছেন। "আবার ভারত সরকারও তো এই একই ন্যারেটিভেই বিশ্বাস করে। সরকার হয়ত কূটনৈতিক শিষ্টাচার থেকে খোলাখুলি বলতে পারে না কথাগুলো। তবে শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ আর ভারত সরকার যে একই ন্যারেটিভে বিশ্বাস করে, সেটা তো স্পষ্ট। সে কারণেই শেখ হাসিনাকে বাধা দিচ্ছে না ভারত " বিশ্লেষণ অমল সরকারের।

'অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন' নিয়ে দিল্লির কথা মানেনি ঢাকা

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বারবার একই মন্তব্য করেছে যে, তারা চায় বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হোক। এখানে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন' শব্দ বন্ধের মাধ্যমে তারা বলার চেষ্টা করে থাকে যে, সব দল যেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেটা স্পষ্ট করে বলা হয় না, তা হলো- বাংলাদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগও যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারে, দিল্লির ইচ্ছা সেটাই। "তবে, ঢাকাও তার যুক্তি দেখিয়েছে যে, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনই তো হচ্ছে- যেখানে সব জনগণ শামিল হচ্ছেন,„ বলছিলেন অমল সরকার। তার কথায়, "এখানে তো ভারতের আকাঙ্ক্ষা তো পূরণ হয়নি, ঢাকা তো দিল্লির ইচ্ছা মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগসহ সব দলকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচন করছে না। যখন ভারতের ইচ্ছা বাংলাদেশ শোনেনি, তাই দিল্লি এখন চাইছে শেখ হাসিনা তার বক্তব্য তুলে ধরুন।„ অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায় চৌধুরী অবশ্য মনে করেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক এখন তলানিতে এসে ঠেকলেও, ভোটের পরে যে দলের সরকারই আসুক না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নতে ঘটাতে চাইবে দুটি দেশই। তার কথায়, "দুই দেশেরই স্বার্থ এতে জড়িত আছে।„

শেখ হাসিনার ভাষণ নিয়ে যে আপত্তি ঢাকার

ভারতে বসে প্রকাশ্যে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'উসকানিমূলক' বক্তব্য দিতে দেওয়ায় রোববার এক বিবৃতি দিয়ে বিস্ময় ও হতাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তার এসব বক্তব্য বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে দাবি করা হয়েছে। বিবৃতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, "বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করার এবং আসন্ন নির্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য আওয়ামী লীগের সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ও পলাতক শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে প্রকাশ্যে যে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের সরকার বিস্মিত ও হতাশ হয়েছে।„ শুক্রবার ভারতের নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আওয়ামী লীগের নেতারা। 'সেভ ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ', অর্থাৎ 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র বাঁচাও' শীর্ষক ওই সেমিনারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রেকর্ড করা অডিও ভাষণ শোনানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেছে, যার অন্যতম হলো জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ করে বিগত বছরের ঘটনাবলির 'নিরপেক্ষ তদন্তের' দাবি, যাতে তাদের ভাষায়, 'খাঁটি সত্যটা' জানা যায়।

এছাড়াও, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, মব সন্ত্রাসের সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু এবং বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী আর সাংবাদিকদের ওপরে আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয় "বিশ্বের নজরে„ আনার জন্য। বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে, পরপর দুই সপ্তাহে ভারতের রাজধানী শহরে আওয়ামী লীগ নেতাদের দুটি সংবাদ সম্মেলনে আসেন আওয়ামী লীগের নেতারা। এসব প্রসঙ্গ টেনে রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "দুই দেশের মধ্যে থাকা দ্বিপাক্ষিক প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের সরকার বারবার অনুরোধ করার পরেও ভারত শেখ হাসিনাকে হস্তান্তর করেনি, যা বাংলাদেশকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। বরং ভারত তাকে নিজেদের

মাটিতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এরকম উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। এটা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি।„

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের রাজধানীতে বসে এরকম বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া দুই দেশের সম্পর্কের জন্য অন্তরায়। বিশেষ করে, সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, অন্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং প্রতিবেশীসুলভ আচরণ নয়। এর ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, "আওয়ামী লীগ নেতাদের দেওয়া এরকম উসকানিমূলক বক্তব্য আবারও প্রমাণ করেছে যে, কেন অন্তর্বর্তী সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের দিন সংঘটিত সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের দায়ী করা হবে এবং তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

জুলাই আন্দোলনকারীদের আইনি সুরক্ষা দিয়ে অধ্যাদেশ জারি- কী অর্থ বহন করে?

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের সুরক্ষা দিয়ে অধ্যাদেশ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই অধ্যাদেশেরই আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মানবাধিকার কর্মী ও আইনজ্ঞদের অনেকে। ভবিষ্যতে এই অধ্যাদেশ আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারা। রোববার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা এ সংক্রান্ত গেজেটটি প্রকাশ করে। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, "জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করা হবে এবং নতুন করে কোনো মামলা, অভিযোগ বা কার্যধারা দায়ের করা আইনত বারিত (করা যাবে না) হবে।„

তবে, কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকলে, তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করা যাবে এবং কমিশন অভিযোগ তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যাদেশে এই হত্যাকাণ্ডের সংজ্ঞা হিসেবে ব্যক্তিগত স্বার্থে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে উল্লেখ করা হয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আন্দোলনকারীদের দায়মুক্তি দেওয়ার দাবি ছিলো, সরকারও আশ্বাস দিয়েছিল। পরে বিভিন্ন পর্যায়ে তা কার্যকর করার পর আন্দোলনকারীরা অধ্যাদেশ জারির দাবি করলে তা রোববার জারি করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়কালকে সুনির্দিষ্ট না করা, ফৌজদারি কার্যবিধি বা সিআরপিসিতে তদন্তের স্থলে সংশোধনী না এনেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে তদন্তের ভার দেওয়াসহ পুরো প্রক্রিয়াই ভবিষ্যতে আইনি প্রশ্নের মুখে পড়বে। এখতিয়ার না থাকলেও হত্যার মতো ফৌজদারি অপরাধের তদন্তের ভার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে ন্যস্ত করার সমালোচনা করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক। একইসাথে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে, সংসদ কার্যকর হওয়ার পরে এখন যে-সব অধ্যাদেশ পাস করছে, সেগুলোর কোনো অর্থ থাকবে না বলে জানান মি. মালিক।

এদিকে, এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দাবি করেন, অধ্যাদেশ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগই নাই। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "আমাদের এই অধ্যাদেশে কোনো অবস্থাতেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো বিচারের বিধান করা হয় নাই। এখানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাথে সম্পর্কহীন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে যেমন, কোনো সম্পত্তির লোভে বা পূর্ব শত্রুতাবশত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাথে একদম সম্পর্কহীনভাবে যদি কোনো হত্যাকাণ্ড করা হয়, সেটার বিচারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই, এটা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নাই।„ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে হত্যার অভিযোগ ও তদন্ত ভার দেওয়ার বিষয়ে মি. নজরুল বলেন, "আমরা মানবাধিকার কমিশনের কাছে দিয়েছি, যাতে মানুষের হয়রানি কম হয়।„

অধ্যাদেশে যা বলা হয়েছে

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্রজনতার সম্মিলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই অধ্যাদেশে। এই অধ্যাদেশে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে 'গণ-অভ্যুত্থানকারী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন ঘটানোর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থান বলেও এতে বলা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি হিসাবে জুলাই অভ্যুত্থানে ৮৪৪ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাপক সহিংসতায় প্রায় ১৪০০ মানুষ প্রাণহানির তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘ। পুলিশ, বিজিবিসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ৪৪ জন্য সদস্যের মৃত্যুর কথা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহদীন মালিক এই অধ্যাদেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেন, "বিচার পাওয়ার অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকার। ঢালাওভাবে কাউকে দায়মুক্তি দেওয়া যায় না।„

অপারেশন ক্লিনহার্ট নিয়ে যৌথ অভিযান, দায়মুক্তি অধ্যাদেশ-২০০৩, কুইক রেন্টাল প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে মি. মালিক বলছেন, এইসব দায়মুক্তিগুলোকেই পরবর্তীতে আদালত অবৈধ ঘোষণা করেছিল। মি. মালিক জানান, যেদিন সংসদ অধিবেশন বসবে, সেদিন সকল অধ্যাদেশগুলো উত্থাপন করতে হবে। ওই অধ্যাদেশ বাতিল করে সংসদ সিদ্ধান্ত নেবে আর যদি বাতিল না হয়, তবে ৩০ দিনের মধ্যেই সকল অধ্যাদেশ কার্যকারিতা হারাবে বলে জানান তিনি।

'তদন্তের এখতিয়ার কই মানবাধিকার কমিশনের'

অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী, যদি কোনো গণ-অভ্যুত্থানকারীর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড সংঘটনের অভিযোগ থাকে, তবে তা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে দাখিল করতে হবে। কমিশন তদন্ত করে যদি দেখে যে, সংশ্লিষ্ট কার্যটি 'রাজনৈতিক প্রতিরোধের' অংশ ছিল, তবে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা চলবে না। তবে, কমিশন চাইলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারকে আদেশ দিতে পারবে। এদিকে, আইনজীবীরা বলছেন, অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে হত্যা মামলা দায়ের করার যে প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, সেটিও ত্রুটিপূর্ণ। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলছেন, "এই অধ্যাদেশে মামলা করার একটা এক্সেপশন দিচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে যদি কেউ হত্যা করে, তবেই মামলা দায়ের করা যাবে। সেক্ষেত্রে সরকারে নিযুক্ত পিপি বা অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের আইনজীবীদের প্রত্যয়নপত্র লাগবে। এতে দুর্নীতির সুযোগ রয়েছে।„ তবে, জুলাই অভ্যুত্থানের আড়ালে যারা বিভিন্ন রকমের ব্যক্তিগত কাজে এই ঘোলাটে পরিস্থিতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ভিকটিম হয়েছেন, তাদের বিচার পাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হলেও "কিন্তু এই অবস্টেকলগুলা আবার রয়ে গেলো। এই অবস্টেকলগুলা না থাকলে বরং সরাসরি মামলা করার অপশন থাকলে ভালো হতো„ বলে মনে করেন এই আইনজীবী।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী, ফৌজদারি মামলায় তদন্তের এখতিয়ার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর। ফৌজদারি মামলায় শুধুমাত্র সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তা তদন্ত করবেন। বিষয়টি উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, "মার্ডারের মতো সিরিয়াস অফেন্সের তদন্তের ক্ষমতা দিচ্ছে কাকে প্রাইমারিলি যার কথার ভিত্তিতে মামলা নেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু মানবাধিকার কমিশনের এই এখতিয়ার কই? মূল আইনে সংশোধনী কই? ফলে পুরোটাই একটা জগাখিচুড়ি প্রসেস।„ ওই অভ্যুত্থানের মধ্যে এবং সরকার পতনের পরে বিক্ষোভকারীদের রোষের মুখে পড়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে সরকার পতনের ওই আন্দোলন ঘিরে সহিংসতায় ৪৪ পুলিশ সদস্য নিহত হওয়ার খবর জানা যায়। অভ্যুত্থানকারীদের ওপর চলা সহিংসতার জন্য তৎকালীন সরকারের কর্তাব্যক্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিচার করছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ভবিষ্যতে এই পুরো প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হবে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "ইনডেমনিটি ব্যাপারটা অলওয়েজই প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং হতে বাধ্য। ধরেন, পুলিশের বিভিন্ন থানায় অ্যাটাক হইছে। অনেক পুলিশ হত্যার শিকার হয়েছেন। পুলিশের পরিবাররা যদি কোনো কারণে ভবিষ্যতে ধরেন ২০ বছর পরে রেজিম চেঞ্জ হয়, তাহলে ওরা ইনডেমনিটি বাতিল হয়ে আবার ট্রায়ালের চেষ্টা করবে। ওরা ক্ষতিগ্রস্তরা আসবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিশ্বকাপ ঘিরে বাংলাদেশকে 'উসকানি দিচ্ছে' পাকিস্তান, অভিযোগ বিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্টের

ফেব্রুয়ারিতে শুরু হতে যাওয়া আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডের অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করে জটিলতা আরো ঘনীভূত হয়েছে। ভারতে না খেলে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ খেলতে চেয়ে বাংলাদেশের করা অনুরোধ আইসিসি নাকচ করার পর এখন পাকিস্তানও বিশ্বকাপ বর্জন করবে কিনা, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি সোমবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে সামাজিক মাধ্যম এক্সে মি. নাকভি পোস্ট করে জানিয়েছেন যে, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত 'শুক্রবার বা সোমবার' জানানো হবে। এর মধ্যে সোমবার ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজিভ শুকলা পাকিস্তানের পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন। সোমবার দুপুরে এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. শুকলা মন্তব্য করেন যে, 'বাংলাদেশকে উস্কানোতে পাকিস্তানের বড় হাত' রয়েছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও পিসিবি চেয়ারম্যানের বৈঠক

আইসিসির সাথে বিসিবির কয়েক দফা বৈঠকের পর বাংলাদেশ ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে, গত সপ্তাহে আইসিসি বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ফিক্সচার প্রকাশ করে। এরপর থেকে বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন জল্পনা চলছিল যে, বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেলার প্রতিবাদে পাকিস্তানও বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে। কয়েকদিনের জল্পনার পর শনিবার ২৪ জানুয়ারি এই ইস্যুতে মন্তব্য করেন পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি আইসিসির সমালোচনা করে মন্তব্য করেন যে, আইসিসি তাদের ব্যবহারে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' নীতি নিচ্ছে বা 'দ্বিমুখী আচরণ' করছে। আইসিসি

ভারতকে সুবিধা দিচ্ছে, এমন ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন যে, "আমার ধারণা, বাংলাদেশের সাথে অবিচার হয়েছে। আমি আইসিসির বোর্ডে মিটিংয়েও বলেছি যে, আপনারা 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' করতে পারেন না।„ "একটি দেশের যখন খুশি, যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে, আর আরেক দেশের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অবলম্বন করবেন, এজন্য আমরা এই অবস্থান নিয়েছি,„ বলেন মি. নাকভি।

শনিবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মি. নাকভি একাধিকবার উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তান বিশ্বকাপে খেলবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত এখন পাকিস্তানের সরকারের ওপর। সেই ধারাবাহিকতায় সোমবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন পিসিবি চেয়ারম্যান। পাকিস্তানি ও ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরগুলোতে বলা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের বিশ্বকাপ বয়কট করা সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে শাহবাজ শরিফ ও মহসিন নাকভির মধ্যে। সেখানে পুরো বিশ্বকাপ বয়কট না করে ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের প্রসঙ্গও উঠে আসে বলে প্রকাশিত হয়েছে গণমাধ্যমগুলোর খবরে। সোমবার বিকেলে বৈঠকের পর মি. নাকভি এক্সে করা পোস্টে উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সাথে বৈঠকের পর মি. শরিফ 'সব বিকল্প বিবেচনায় রেখে' সমস্যার সমাধান করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে পিসিবি চেয়ারম্যান মি. নাকভি শনিবার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও, রবিবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচন আকিব জাভেদ আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য তাদের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেন।

'বাংলাদেশকে উসকানি দিচ্ছে পাকিস্তান'

বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে পাকিস্তানের শীর্ষ ক্রিকেট কর্মকর্তার মন্তব্য যখন আলোচনার জন্ম দিয়েছে, এমন সময় ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে 'উসকানি' দিচ্ছে। সোমবার দুপুরে এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. শুকলা বলেন যে, "বাংলাদেশকে উসকানিতে অনেক বড় ভূমিকা রাখছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের এসব করা উচিত নয়।„ "পাকিস্তান বাংলাদেশকে বুঝিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যেটি ঠিক নয়,„ মন্তব্য করেন রাজিভ শুকলা। রাজিভ শুকলা ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি রাজ্যসভার একজন সাংসদও। অন্যদিকে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অর্থাৎ, মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলের দল থেকে বাদ দেওয়ার পর বাংলাদেশের ভারতে খেলতে না চাওয়া এবং বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার জের এখন ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে পরিণত হয় কিনা, তা নিয়েই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

ভেনেজুয়েলার মাদুরো অভিযানে গোপন অস্ত্র ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন যে, এই মাসের শুরুতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ধরতে সামরিক অভিযানের সময় যুক্তরাষ্ট্র "একটি গোপন নতুন অস্ত্র„ ব্যবহার করেছে। শনিবার মার্কিন ট্যাবলয়েড পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এই অস্ত্রটিকে "ডিসকম্বোবুলেটর„ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেন, "এটি নিয়ে কথা বলার অনুমতি আমার নেই।„ তবে তিনি বলেছেন যে, এই অস্ত্র শত্রুর সরঞ্জাম নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তিনি আরও বলেন, "তাদের কাছে রাশিয়া এবং চীনের নির্মিত রকেট ছিল, কিন্তু তারা একটিও ছুঁড়তে পারেনি। আমরা গিয়েছিলাম, তারা বোতাম টিপেছিল কিন্তু কিছুই কাজ করেনি।„ প্রতিবেদনে মাদুরোর একজন রক্ষীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, "কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই হঠাৎ করে আমাদের সকল রাডার সিস্টেমসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।„ জানা গেছে যে, সেই রক্ষী আরও বলেছে, "হঠাৎ আমার মনে হলো যেন আমার মাথা ভেতর থেকে ফেটে যাচ্ছে।„ এই নিবন্ধটিতে ঘটনাস্থলে থাকা লোকজনের রক্তপাত, বমি এবং মাটিতে পড়ে যাওয়ার ঘটনাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, ট্রাম্পের উল্লিখিত অস্ত্রের সাথে এই ঘটনাগুলোর যোগসূত্র এখনো স্পষ্ট নয়।

(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ২৬.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

আদানির চুক্তিতে বড় ত্রুটি, বিদ্যুতের দামও বেশি, বলছে বাংলাদেশের প্যানেল

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-নিযুক্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদানি পাওয়ার-এর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ রপ্তানি করা হচ্ছে, তাতে ভারতীয় করপোরেট কর যোগ করায় বিদ্যুতের দাম অনেক বেশি পড়ছে। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, আদানির গোড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি তার নিকটতম অন্যান্য বেসরকারি খাতের প্রতিযোগীর তুলনায় ৩৯.৭% প্রিমিয়ামে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করেছে। এ কারণে বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি (এনআরসি)। গত ২০ জানুয়ারি এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে এনআরসি বলেছে, দামের পার্থক্য, "নির্দিষ্ট চুক্তিভিত্তিক পছন্দের ফলাফল„ এবং "চুক্তি প্রদানের পদ্ধতিতে গুরুতর অসংগতির„ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এনআরসির প্রতিবেদনে আদানি প্ল্যান্ট বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের ১০%-

এরও বেশি সরবরাহ করে উল্লেখ করে বলা হয়, ভারতীয় কোম্পানিটি `অতিরিক্ত মূল্যের, কয়লা ব্যবহার করছে এবং বিদ্যুতের দামে ভারতীয় করপোরেট কর যুক্ত করছে। এর ফলে, "যে মূল্য ধরা হচ্ছে, তা প্রায় ৫০% বেশি„ বলেও এনআরসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, "মানসম্মত আন্তর্জাতিক অনুশীলন অনুযায়ী, সাধারণত স্বাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের করপোরেট কর বহন করতে হয়। কিন্তু, আদানি বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিটি আরোপিত শুল্কের সঙ্গে ভারতীয় করপোরেট করের উপাদানও অন্তর্ভুক্ত করেছে।„ আদানি পাওয়ার বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, এনআরসি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি বা প্রতিবেদনের কোনো অনুলিপিও তাদের দেয়নি। এ কারণে প্রতিবেদনের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আদানি পাওয়ার দাবি করেছে, বড় অঙ্কের বকেয়া পরিশোধ না করা সত্ত্বেও এবং অন্যান্য জেনারেটর তাদের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া বা বন্ধ করা সত্ত্বেও, তারা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। এক বিবৃতিতে আদানি পাওয়ার বলেছে, "আমরা বাংলাদেশ সরকারকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বকেয়া পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করছি। কারণ, এটি আমাদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে আবার সংখ্যালঘু তরুণকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

নরসিংদীর এক গ্যারেজে ভোর রাতে আগুন লাগানো হয়। গ্যারেজে ঘুমাচ্ছিলেন চঞ্চল ভৌমিক। দু-ঘণ্টা ধরে জ্বলতে থাকা আগুনে পুড়ে মারা যান তিনি। ঘটনাটিকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলছেন চঞ্চলের স্বজন ও সহকর্মীরা। গত শনিবার ভোরে নরসিংদী সদর উপজেলা চিনিশপুর ইউনিয়নের দগরিয়া এলাকা থেকে ওই গ্যারেজ কর্মীর পুড়ে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটি `পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে হত্যার, ঘটনা হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। চঞ্চল ভৌমিক (২৫) কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের খোকন ভৌমিকের ছেলে। তিনি সাত বছর ধরে ওই গ্যারেজে কাজ করতেন। ছয় মাস আগে তার বাবা মারা যান। কুমিল্লার গ্রামের বাড়িতে মা আর বড় ভাই আছেন। বড় ভাই উজ্জ্বল ভৌমিক শারীরিক প্রতিবন্ধী। চঞ্চল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দগরিয়ায় পাশাপাশি তিনটি টিনশেড দোকান, মাঝেরটি রুবেলের গ্যারেজ। দুই পাশের দুই দোকানের একটিতে গাড়ি রং করা হয়, অন্যটিতে পার্টস বিক্রি করা হয়। গত শুক্রবার ভোরের আগ মুহূর্তে গ্যারেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও, দুই পাশের দুই দোকানে আগুন লাগার কোনো চিহ্ন নেই। গ্যারেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছিল।

স্থানীয় ব্যক্তিরা ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দৈনিক প্রথম আলোকে বলেছেন, এটি দুর্ঘটনা হতে পারে তা তারা মনে করেন না। স্থানীয়দের অনেকেই মনে করেন, এটি অবশ্যই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। চঞ্চলের সহকর্মী শান্ত দেবনাথ প্রথম আলোকে বলেন, "চঞ্চল সব সময় রাতে গ্যারেজেই ঘুমাত। শুক্রবার সকালে আগুন লাগার খবর পেয়ে গ্যারেজে গিয়ে তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ দেখি। আমি কখনই শুনি নাই, তার কারও সঙ্গে শত্রুতা আছে। কখনও বলেও নাই, কখনও দেখিও নাই। কাজ ছাড়া খুব একটা বাইরেও যেত না।„ তিনি আরো বলেন, "সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজে যাকে দেখা গেছে, তাকে এর আগে কখনও এলাকায় দেখা যায়নি। ওই লোক ময়লা মবিল মাখা কাপড় কুড়িয়ে জড়ো করে আগুন ধরান। পুরো গ্যারেজই মবিলে মাখামাখি ছিল। ওই আগুন শাটারের ভেতরে ঢুকে ঘুমন্ত চঞ্চলের গায়ে লাগে।" গ্যারেজের মালিক রুবেল মিয়ার ভাষ্য, "তার (চঞ্চল) মৃত্যুকে আমি দুর্ঘটনা মনে করতে পারছি না, এটি অবশ্যই হত্যাকাণ্ড। ওই পরিবারে উপার্জন করার আর একজনও রইলো না।„ তিনি জানান, শনিবার সন্ধ্যায় চঞ্চলের মরদেহ নিয়ে কুমিল্লার বাড়িতে যান। রোববার দুপুরে স্থানীয় শ্মশানে চঞ্চলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

চঞ্চলের মা ববিতা ভৌমিক মুঠোফোনে কান্নাজড়িত কণ্ঠে প্রথম আলোকে বলেন, "আমার ছেলেরে কেউ আগুন লাগাইয়া মাইরা ফেলছে। তার তো কোনো শত্রু আছিল না। ছয় মাস আগে তার বাবা মারা গেছে, ছোট ছেলেডাও এহন মারা গেল। বড় ছেলে প্রতিবন্ধী, কোনো কাম করতে পারে না। এহন কে সংসার চালাইবো?„ নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর আল মামুন বলেন, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাকে আটক করতে থানা-পুলিশের পাশাপাশি, র‍্যাব ও ডিবি চেষ্টা চালাচ্ছে। শুক্রবার রাতে চঞ্চল গ্যারেজে ঘুমিয়েছিলেন। রাতে গ্যারেজে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় তার আগুনে পোড়া মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরদিন সকালে পুলিশ তার পুড়ে যাওয়া মরদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি আশপাশ থেকে মবিলমাখা কাগজ-কাপড় কুড়িয়ে এনে গ্যারেজের শাটারের সামনে আগুন ধরান। সেখানে তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা অবস্থান করেন।

সাম্প্রতিক সময়ের আরো কিছু ঘটনা

গত ৭ জানুয়ারি শরীয়তপুরের ডামুড্যায় ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতরা ছিনতাই করতে গিয়ে হত্যা করার দাবি করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। তবে, খোকন চন্দ্রের বাবা পরেশ চন্দ্র দাস বলেন, "শুধু ছিনতাইয়ের জন্য এই হত্যাকাণ্ড, সেটা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। ছিনতাই হলে তো শুধু কুপিয়ে চলে যেত, শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন

ধরালো কেন? আমরা মনে করছি, সুষ্ঠু তদন্ত হলে হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে।„ গত ৫ জানুয়ারি যশোরের মনিরামপুরে রানা প্রতাপ বৈরাগী নামে এক ব্যবসায়ীকে মাথায় সাত রাউন্ড গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পর রানা প্রতাপের বাবা তুষার কান্তি বৈরাগী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার ছেলের কোনো শত্রু নেই। সে পারলে মানুষের উপকার করে, কোনো ক্ষতি করে না। আমি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আমার স্ত্রী প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আমার ছেলেকে হত্যার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঘটনার পরদিন পুলিশ যোগাযোগ করেছিল, এখন আর কেউ যোগাযোগও করে না।„ ৫ জানুয়ারি নরসিংদীর পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের সুলতানপুরে দোকান বন্ধ করে ফেরার পথে বাড়ির ফটকে ব্যবসায়ী শরৎ চক্রবর্তী ওরফে মণিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে মণি চক্রবর্তীর স্ত্রী মুক্তা রানি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার স্বামীর সঙ্গে কারও বিরোধ ছিল না। কেন তাকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা ন্যায়বিচার চাই।„

এছাড়া, ৯ জানুয়ারি সুনামগঞ্জে জয় মহাপাত্র নামে এক যুবককে একটি দোকানে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়। পরে তার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, স্থানীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদের জেরে তাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। ৬ জানুয়ারি নওগাঁ জেলায় মিঠুন সরকার (২৫) নামে এক যুবককে চোর সন্দেহে ধাওয়া করে একদল মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে জলাশয়ে ঝাঁপ দিলে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয় তার। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকায় সহকর্মীর গুলিতে বজেন্দ্র বিশ্বাস নামে এক আনসার সদস্য নিহত হন। এ ঘটনায় ঘাতক আনসার সদস্য নোমান মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দায়িত্বরত আনসার সদস্য এপিসি মো. আজাহার আলী সংবাদমাধ্যমকে জানান, "ঘটনার সময় আনসার সদস্য নোমান মিয়া ও বজেন্দ্র দাস আমার রুমে একসঙ্গে বসে ছিলেন। হঠাৎ বজেন্দ্র দাসের উরুতে বন্দুক (শটগান) ঠেকিয়ে `গুলি করে দেই, বলেই গুলি করে দেয়। এরপর নোমান পালিয়ে যায়। কিন্তু এর আগে, আমি তাদের মধ্যে কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা বা তর্ক-বিতর্ক হতে দেখিনি।„ গত ২৫ ডিসেম্বর রাজবাড়ির পাংশা উপজেলায় চাঁদাবাজির অভিযোগে অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট (২৯) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ময়মনসিংহের ভালুকার জামিরদিয়া এলাকায় `পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস বিডি লিমিটেড কোম্পানির, শ্রমিক ২৮ বছর বয়সি দিপু দাসকে পিটিয়ে হত্যা করার পর লাশ গাছের ডালের সঙ্গে বেধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৬.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

এবার ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন সাড়ে ৫৫ হাজার দেশি পর্যবেক্ষক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণ করবেন ৮১টি দেশি নিবন্ধিত সংস্থার মোট ৫৫ হাজার ৪৫৪ জন পর্যবেক্ষক। আর নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষক থাকবেন প্রায় ৫০০ জন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশি ২০ হাজার ৭৭৬ জন পর্যবেক্ষক ছিলেন। সোমবার নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানান। তিনি জানান, দেশি পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ৭ হাজার ৯৯৭ জন কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ৪৭ হাজার ৪৫৭ জন স্থানীয়ভাবে ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন। আগের দিন কূটনীতিকদের ব্রিফিং করে নির্বাচন নিয়ে সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরে নির্বাচন কমিশন। আজ ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ জানান, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ১ হাজার ৯৯৪ জন। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৫৬ জন। ইসি সানাহউল্লাহ জানান, আসন্ন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকবেন বিভিন্ন বাহিনীর ৯ লাখ ৪৩ হাজার ৫০ জন সদস্য। এছাড়া, নির্বাচনে প্রায় ৮ লাখ কর্মকর্তা নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করবেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ আসাদ)

ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অবশ্যই আছে : ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ভোটে অবশ্যই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে বলেই প্রার্থীরা অভিযোগ করতে পারছেন-প্রচার করতে পারছেন। যদি না থাকত, এটা কী হতো? এর পাশাপাশি, কোনো প্রার্থী নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে জানানোর আহ্বান জানান তিনি। সোমবার সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ইসি সচিব। প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে, এ বিষয়ে ইসি কি নির্ভার কি না জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আপনারা তো চোখ এবং কান। অভিযোগ রিটার্নিং অফিসারের নজরে আনেন। ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে জানান, আমাদের কপি দেন। আই উইল ফলো ইট।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ আসাদ)

১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে, তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি : আসিফ মাহমুদ

জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছেন, গত ১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে, তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি। এজন্য নির্বাচনে ব্যালটে বিপ্লব সাধন করতে হবে। সোমবার চট্টগ্রামের

বোয়ালখালীর ফুলতলা মোড়ে এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বে গত ১৭ বছরে যে নির্যাতন হয়েছে, তারই আরেকটি ডেমো গত ১৬ মাসে দেখেছি। এই নিপীড়ক ও চাঁদাবাজমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে রাজপথ নয় বরং ব্যালটে বিপ্লব সাধন করতে হবে। তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের সামনে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আরেকটি ক্রান্তিকাল হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। ৫ আগস্ট যেমন আমরা শেখ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলাম, তেমনি আরেকটি সুযোগ এসেছে। আমরা মার্কা নয় বরং যে জোট এই দেশের মানুষের মুক্তি এনে দিতে পারবে, আমরা তাদের ভোট দেবো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ আসাদ)

দেশের ভেতরে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু, দুই ভোটের ফলাফল একসঙ্গে

দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন, তাদের ব্যালট সোমবার পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সকালে নির্বাচন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি জানান, জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল একসঙ্গে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, তাদের ব্যালট আজ থেকে পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও কয়েদিরা এবার ভোট দিতে পারবেন। ব্যালট পেপার পাওয়ার পর দ্রুত ভোট দিয়ে ফেরত পাঠাতে হবে। ইসি সচিব বলেন, দেশের ভেতরের পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের পাশে প্রার্থীর নাম থাকবে। এরই মধ্যে ইসি থেকে বলা হয়েছে, ভোটের দিন বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাতে হবে। এরপর পৌঁছালে তা গণনা করা হবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ আসাদ)

আন্তর্জাতিক আইনের পক্ষে ফ্রান্স-বাংলাদেশের অভিন্ন অবস্থান রয়েছে

বাংলাদেশ ও ফ্রান্স শান্তি প্রিয় দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আইন, বহুপাক্ষিকতা এবং সহযোগিতাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার পক্ষে অভিন্ন অবস্থানে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লেট। তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় একতরফা শক্তির ব্যবহার নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতায় শান্তি ও স্থিতিশীলতার একমাত্র পথ। সেন্টার ফর বে অব বেঙ্গল স্টাডিজ এবং ডিপার্টমেন্ট অব গ্লোবাল স্টাডিজ অ্যান্ড গভর্নমেন্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত `ফ্রান্স ও বিশ্বব্যবস্থা: তাতে বাংলাদেশের অবস্থান, শীর্ষক লেকচার অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় নবাবের সঙ্গে ফ্রান্সের সংশ্লিষ্টতা, চন্দননগরে ফরাসি বাণিজ্যকেন্দ্র এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পক্ষে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান এসবই দুই দেশের সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বিশেষভাবে স্মরণ করেন ফ্রান্সের সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আন্দ্রে মালরোকে, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরাঁর বাংলাদেশ সফরের কথাও উল্লেখ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ আসাদ)

চট্টগ্রাম বন্দরকে বিশ্বমানের করতে সহযোগিতা করবে যুক্তরাষ্ট্র

চট্টগ্রাম বন্দরকে আরও দক্ষ, আধুনিক ও বিশ্বমানের বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেনের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি এ আশ্বাস দেন। এদিন দুপুরে তিনি বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএম মনিরুজ্জামানর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। তিনি বিগত সময়ের নানা অনিয়ম, শ্রম অসন্তোষ, বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপের আধিপত্য, অগ্নিদুর্ঘটনা ও ডিজিটালাইজেশনে বাধাসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বন্দরের নানা যুগোপযোগী সংস্কার করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রেদূতকে ধারণা দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশি সব সাংবাদিকের মিডিয়া অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল করলো আইসিসি

ভারতে গিয়ে খেলতে না চাওয়ায় এরই মধ্যে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে। পরিবর্তে আইসিসি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে স্কটল্যান্ডকে। নতুন খবর হচ্ছে, টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি আইসিসি, এবার গণমাধ্যমের উপরও আঘাত হানা হয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপ কাভার করতে বাংলাদেশ থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের জন্য যে সকল সাংবাদিক আবেদন করেছিল আইসিসিতে, সবার আবেদনই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে। অর্থাৎ, এবার বাংলাদেশ থেকে কোনো সাংবাদিকই যেতে পারছে না টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কাভার করার জন্য। মাঠের লড়াই শুরুর আগেই মাঠের বাইরের রাজনীতি আর আইসিসির একগুঁয়েমি এখন তুঙ্গে। যেখানে নিরাপত্তা আর মর্যাদার প্রশ্নে উত্তাল বাংলাদেশ ক্রিকেট অঙ্গন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশের সব ভোট একত্র করে গণভোটের ফলাফল নির্ধারণ

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার আলাদা হলেও, ভোট দিয়ে জমা দিতে হবে একই বাক্সে। গণভোটের জন্য থাকবে গোলাপি রঙের ব্যালট। আর সংসদ নির্বাচনের জন্য আগের মতোই হবে সাদা রঙের ব্যালট। দেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দুটি ভোটই দিতে হবে সিল দিয়ে। তবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ব্যবহার করতে হবে টিক বা ক্রস চিহ্ন। দেশের ৩০০ আসনের প্রতিটি গণভোটের ফলাফল নির্বাচন কমিশনে (ইসি) পাঠাবেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। এর পর ইসি সব ফল একত্র করে প্রকাশ করবে। তাতে কত ভোট পড়েছে, এর মধ্যে কত `হ্যাঁ,, কত `না,- সবকিছু জানা যাবে। জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলের পাশাপাশি, এই ফল প্রকাশ করবে ইসি। কমিশনের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, "জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট আলাদা। গণভোটের রেজাল্ট জাতীয় নির্বাচনে মতো আসনভিত্তিক দেওয়া হবে। তারপর ৩০০ আসন এক করে `হ্যাঁ, এবং `না,-এর রেজাল্ট দেওয়া হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তারা ইসিতে রেজাল্ট পাঠাবেন। তখন ইসি থেকে আসনভিত্তিক জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের রেজাল্ট প্রকাশ করবে। দেশের সমস্ত গণভোট এক করে রেজাল্ট দেওয়া হবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ রিহাব)

প্র্যাকটিস ম্যাচ শুরু হলো, ইসির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

নির্বাচনি প্রচারণায় দলীয় পরিচয়ে হামলার ঘটনাকে `দমন-পীড়নের বার্তা, হিসেবে অভিহিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি অভিযোগ করেছেন, আজকের এই হামলা মূলত কেন্দ্র দখলের একটি `প্র্যাকটিস ম্যাচ,। এই পরিস্থিতি অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথে নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা-১৮ আসনে ১১ দলীয় জোট সমর্থিত শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম আদীবের ওপর হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, আমাদের প্রার্থী আদীবের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রচার কার্যক্রমের ওপর বিএনপির দলীয় পরিচয়ে আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তা পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় একটি নেতিবাচক বার্তা দেয়। এটি মূলত সাধারণ ভোটার ও প্রতিপক্ষকে ভয়-ভীতি দেখানোর একটি কৌশল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ রিহাব)

দলীয় প্রার্থীর ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক ও ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য জোট সমর্থিত ঢাকা-১৮ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম আদিবের নির্বাচনি সভায় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ এনসিপি। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর বাংলামোটরে পার্টি অফিসের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে ইন্টার-কন্টিনেন্টালের সামনে দিয়ে ঘুরে আবার বাংলামোটর এসে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আলাউদ্দীন মোহাম্মদ, সদস্য সচিব এস এম শাহরিয়ার, এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জাবেদ রাসিন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৬.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

ISRAEL WILL OPEN GAZA CROSSING ONCE LAST HOSTAGE BODY RETURNED

Israel says it has agreed to reopen the Gaza Strip's key border crossing with Egypt only after an operation to retrieve the body of the last remaining Israeli hostage in the capital territory is complete. The Rafah crossing has been mostly closed since May 2024, when the Palestinian side was seized by Israeli forces. It was meant to have reopened during the first stage of the ceasefire between Israel and Hamas, which began in October. However, the Israeli government has made that conditional on Hamas making every effort to return the body of the last hostage, police officer Master Sgt Ran Gvili. On Sunday, Israel's military said it had begun a new search for his remains in northern Gaza.
(BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

EIGHTEEN DEAD AFTER PHILIPPINES FERRY WITH 300 PASSENGERS SINKS

At least 18 people have died after a ferry carrying more than 350 passengers and crew members onboard sank in the waters off Philippines southern coast. Search crews have rescued 317 people on board the MV Trisha Kerstin 3, but at least 24 people are still missing, according to the Philippine Coast Guard. The ship, both a cargo and passenger ferry, was on its way from the southern island of Mindanao to Jolo island when it issued a distress call at 1:50 local time Monday. Authorities say they are investigating the cause of the sinking. The Philippines - an archipelago nation of 7,100 islands - has a long history of maritime disasters involving inter-island ferries. (BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

UGANDA'S MILITARY CHIEF DENIES ARMY ASSAULTED BOBI WINE'S WIFE

Uganda's military chief Muhoozi Kainerugaba has denied claims that soldiers assaulted Barbara Kyagulanyi, the wife of opposition leader Bobi Wine, during a raid at their home. Wine, who is in hiding, alleged on Saturday that his wife was held at gunpoint by military officers who assaulted her, taking away documents and electronic items. He said the house continued to be surrounded by the military. Speaking from hospital, Barbara Kyagulanyi said the officers had demanded to know Wine's whereabouts and had assaulted her when she refused. It comes after the recent landslide victory of long-serving leader, and Kainerugaba's father, President Yoweri Museveni. Wine rejected the results citing fraud.
(BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

GREECE BISCUIT FACTORY FIRE LEAVES AT LEAST FOUR DEAD

At least four people have been killed after a fire broke out at a food factory near the central Greek city of Trikala, the country's fire service says. The blaze began early on Monday at a Violanta biscuit factory, where 13 workers were on site, local media reported. Eight managed to escape. One person remains missing, but the city's deputy mayor for civil protection, Giorgos Katavoutas, told the BBC that "there is no hope of finding any of the missing workers alive, given the force of the explosion and the fire that followed. An investigation into the cause of the blaze is ongoing but unconfirmed reports have suggested a possible gas leak. (BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

HEATWAVE WARNINGS ACROSS AUSTRALIA

Australian authorities have issued heatwave warnings for most of the country as millions mark the national holiday, Australia Day. Temperatures are expected to peak on Tuesday, reaching the"high forties" Celsius in the southern states of Victoria and South Australia, the Bereau of Meteorology said. On Sunday, South Australia recorded temperatures as high as 48.5C, the bereau reported. Fire danger warnings are in place across the country. Some Australia Day events on Monday were cancelled out of safety concerns.
(BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

GOLD TOPS $5,000 FOR FIRST TIME EVER, ADDING TO HISTORIC RALLY

The price of gold has risen above $5,000 an ounce for the first time ever, extending a historic rally that saw the precious metal jump by more than 60% in 2025. It comes as tensions between the US and NATO over Greenland have added to growing concerns about financial and geopolitical uncertainty. US President Donald Trump's trade policies have also worried markets. On Saturday he threatened to impose a 100% tariff on Canada if it strikes a trade deal with China. Gold and other precious metal are seen as so-called safe-haven assets that investors buy in times of uncertainty. On Friday, silver topped $100 an ounce for the first time, building on its almost 150% rise last year.
(BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

SYRIAN ARMY, KURDISH-LED SDF ACCUSE EACH OTHER OF CEASEFIRE VIOLATIONS

A ceasefire between the Syrian army and the Kurdish-led Syrian Democratic Forces (SDF) appears to be largely holding, even as the two sides have accused each other of violating its terms. The army on Sunday said the SDF launched multiple drone attacks in the Aleppo countryside, while the United States-trained Kurdish forces on Monday accused the army of targeting a Kurdish-majority city near the Turkish border. Government troops have seized swaths of northern and eastern territory in the last two weeks from the SDF in a rapid turn of events that has consolidated President Ahmed al-Sharaa's rule.
(BBC News Web Page: 26/01/26, FARUK)

:: THE END::